R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)

প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার – সম্পাদক

১০১ বর্ষ ১৬শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৪ই ভাদ্র ১৪২১ ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০১৪ | নগদ মূল্য : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

এলাকার মানুষের চাপে মিঞাপুরে ওভারব্রীজের কাজ থমকে গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশন সংলগ্ন ওভার ব্রীজের কাজ শেষ পর্যায়ে এসে আপাততঃ বন্ধ আছে। খবর, মিঞাপুর চালের আড়তের ব্যবসায়ীদের দু'পাশে রেখে মাঝ বরাবর ওভার ব্রীজটি তৈরী হয়। জনসাধারণের চলাচলের প্রয়োজনে ডান দিকের রাস্তাটি চালু রাখা হয়। বর্তমানে ব্রীজের কাজ শেষ পর্যায়ে। রঙ ইলেকট্রিফিকেশনের কাজ চলছিল। ব্রীজের অপর প্রান্তের রাস্তাটির কাজও চলছিল। হঠাৎ ঐ সব কাজ এলাকার মানুষের প্রতিরোধে বন্ধ হয়ে যায়। চালের আড়তের বাঁদিকের রাস্তাটি বর্তমানে অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বর্ষার কর্দমাক্ত রাস্তায় মানুষের দুর্দশার সীমা নেই। এই রাস্তাটি চলাচলের উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এলাকার মানুষেরা ওভারব্রীজ চালু করতে দেবেন না পরিষ্কার জানিয়ে দেন। পি.ডবলিউ.ডি রোডস আগামী পুজোর পর রাস্তার কাজ শুরু হবে এবং এর টেণ্ডার হয়ে গেছে জানালেও স্থানীয় মানুষ তাদের দাবীতে অটল থাকেন।

নশো ছাত্রছাত্রী আজও অনিশ্চিয়তার মধ্যে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজে অনার্সের আসন বৃদ্ধির দাবী নিয়ে ইউনিভারসিটি-কলেজ কর্তৃপক্ষ-ছাত্র সংগঠনদের তর্জমা এখনও চলছে। অনার্সের আসন সংখ্যা আগে যা ছিল তাই আছে। মাঝে কলেজ ও ছাত্র সংগঠনের অনুরোধে ইউনিভারসিটি থেকে পাঠানো দুই প্রতিনিধি কলেজের পরিকাঠামো পর্যবেক্ষণ করে হতাশা প্রকাশ করেন। যার জন্য অনার্সে

(শেষ পাতায়)

অবসাদই কি আত্মহত্যার কারণ ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর বারের প্রয়াত আইনজীবী সুধীর মুখার্জীর (সোনাবাবু) বড় ছেলে প্রদ্যুৎ (৬৬) অবসরপ্রাপ্ত এ.পি.পি. ২৭ আগষ্ট তাঁদের রঘুনাথগঞ্জের বাসভবনে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। মেয়ের পড়াশোনার প্রয়োজনে প্রদ্যুৎ বাবুর স্ত্রী মেয়ে নিয়ে রাণীগঞ্জে থাকেন। মাঝেমধ্যে বাড়ী আসতেন। প্রদ্যুৎ মাঝে মধ্যে ওখানে যেতেন। ঘটনার দিন সকালে মেয়েকে ফোনে ভালো করে পরীক্ষা দিতে বলেন। রাজমিস্ত্রীরাও ঐ দিন তার বাড়ীতে ছাদ ঢালায়ের জন্য প্রস্তুতি নেন। 'একাকীত্ব বলা ভুল হবে--আমরা সবাই একই বাড়ীতে বাস করি। অবসাদই হঠাৎ এই মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কিছুটা আত্মকেন্দ্রিকতা ছিল।' এ কথা জানান প্রদ্যুতের ভাই বালক। ২৭ আগষ্ট জঙ্গিপুর কোর্টের সব বিভাগ প্রদ্যুতের মৃত্যুতে বন্ধ থাকে।

শহরের ঘেরাটোপে দুটি মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ভাগীরথীপল্লীর অবসরপ্রাপ্ত বিদ্যুৎকর্মী বীরেন বড়ুয়ার মেয়ে অনুরাধা (৩১) বাড়ির কাছে টেলিফোন টাওয়ার থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। গত সোমবার সকালে কয়েকশো পাড়াপ্রতিবেশীর অনুরোধ তাকে টলাতে পারেনি। বাবার ভৎর্সনা উপেক্ষা করতে না পেরেই তিনি এই পথ বেছে নেন বলে প্রতিবেশীদের খবর।

(শেষ পাতায়)

সাংসদের বদান্যতায় এ্যাম্বুলেন্স

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের সাংসদ অভিজিত মুখার্জী এম.পি ল্যাডের টাকায় জঙ্গিপুর মহকুমা চাঁই অধ্যুষিত এলাকায় রোগী পরিবহনের প্রয়োজনে একটি এ্যাম্বুলেন্স দেন। এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চাঁই উন্নয়ন সমিতির সভাপতি কাঞ্চন কুমার সরকারের হাতে গাড়ীর চাবি তুলে দেন ২৮ আগষ্ট। রঘুনাথগঞ্জ আইলের উপরের বীরেন্দ্র মণ্ডলের বাড়ীতে মালদা ও মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন প্রান্তের কয়েকজন ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। চাঁই সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য পরিষেবায় এ্যাম্বুলেন্সটি নতুন দিগন্ত আনবে জলে জানান কাঞ্চন সরকার।

নক আইট ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজ মাঠে ৩০ আগষ্ট থেকে এক নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এর মুখ্য ভূমিকায় আছে রঘুনাথগঞ্জ থানা। খেলার সূচনায় দফরপুর কচিপাতা বনাম জঙ্গিপুর বরজ এ্যাকাডেমি। খেলা টাই ব্রেকারে কোচিং এ্যাকাডেমি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে জঙ্গিপুর ক্লাসিক বনাম বাড়ালা নেতাজী সংঘের খেলায় জঙ্গিপুর ক্লাসিক জয়ী হয়। এইভাবে মোট আট দিন খেলা চলবে বলে খবর।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই ভাদ্র, বুধবার, ১৪২১

ডাক্তাররা কি অর্থ উপার্জনের যন্ত্র ?

মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব কিন্তু সকলেই মানুষ নয়। যাহাদের মান এবং হুঁশ আছে তাহারাই মানুষ। শুধু মানুষ হইয়া জন্মিলে মানুষ হয় না, লেখাপড়া শিখিয়া ডিগ্রিধারী হইলেও মানুষ হওয়া যায় না। মূল্যবোধ, মনুষ্যত্ববোধ থাকা প্রয়োজন, থাকা দরকার বিবেকবোধ। সাম্প্রতিককালে বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে তাহার ব্যত্যয় দেখা যাইতেছে। আধুনিক প্রযুক্তি উত্তরোত্তর ভোগের উপকরণ বাড়াইয়া চলিয়াছে, আর তাহার পিছনে মানুষ অবিরাম ছুটিয়া চলিয়াছে। ভোগ সর্বস্বতা তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া চলিয়াছে। ভোগসর্বস্ব মানুষ অর্থ উপার্জনের অন্ধ লালসায় মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, বিসর্জন দিয়াছে বিবেক, দায়বদ্ধতা, সহমর্ম্মিতা। অর্থ উপার্জনের যন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে এই সময়ের মানুষ। হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহার যত্ব-ণত্ব-জ্ঞান। এই অবক্ষয় সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে দৃশ্যমান। এই কথাগুলি বেশি করিয়া মনে হইতেছে এই ভাবিয়া যে সব মানুষের উপর সমাজের বৃহত্তর অংশের গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবার দায় ন্যস্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার জন্য সারা দেশে কি ঘটিতেছে তাহার খোঁজ লইতে যাইবার বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না। আপন ঘরের হাঁড়ির খবর লইলে তাহা সম্যক উপলব্ধি হইবে। স্থানীয় মহকুমা হাসপাতাল সাধারণ মানুষদের চিকিৎসা পরিষেবা পাইবার একটি সরকার নির্দ্দিষ্ট ও সরকারি অর্থে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল আজকাল খবরের শিরোনামে। গ্রামের দুঃস্থ গরীব রোগীরা এখানে আসিয়া কতটা পরিষেবা পাইতেছে, আর কতটা উদাসীনতা ও অবহেলার শিকার হইতেছে তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। মুমূর্ষুরাও আসে চিকিৎসায় একটুখানি সুযোগ, একটুখানি পরিষেবা পাইবার প্রত্যাশায়। কিন্তু চিকিৎসকদের গাফিলতি এবং উপেক্ষায় রোগী মৃত্যুর ঘটনা আকছার ঘটিতেছে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে--চিকিৎসকেরা কি সরকারের বেতন ভোগী কর্মী নহেন। যে মহান দায়িত্বভার লইয়া তাহারা কাজে যোগদান করিয়াছেন তাহার প্রতি কি তাহাদের কোন দায়বদ্ধতা নাই ? ইহার বিরুদ্ধে জনগণ প্রতিবাদ করিলে, কোন কোন ক্ষেত্রে জনতার হাতে চিকিৎসক লাঞ্ছিত হইলে উপওয়ালাদের অনেকেই সরব হইয়া ওঠেন। মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনেরও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর স্ফুরিত হয়। কথা হইল--চিকিৎসকদের অবহেলায়, উপেক্ষায় এবং উদাসীনতায় যখন কোন রোগীর মৃত্যু ঘটে , এই খবর যখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তখন মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন সেই সব চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করে না ? হাসপাতালের চিকিৎসকেরা রোগীদের সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা না করিয়া শহরে ছাতার মত গজিয়া ওঠা নার্সিংহোমগুলিতে ভর্তি হইয়া তাহাদের দ্বারা চিকিৎসিত হইবার পরামর্শ দেন। আবার কখনও বাধ্য করেন। কিন্তু কেন? হাসপাতালের পরিকাঠামোগত সকল সুবিধা সুযোগ থাকা সত্বেও দুঃস্থ রোগীরা নার্সিংহোম কেন যাইবেন--এই প্রশ্নের জবাব কাহার কাছে পাইবে আম জনতা, গরীব জনসাধারণ ? অনেক চিকিৎসক সরকারের নিকট হইতে মোটা পরিমাণ নন প্র্যাকটিশিং এ্যালাউন্স লইয়াও নির্লজুভাবে প্রাইভেট প্রাকটিশ করেন। মানষের অসহায়তার সুযোগ লইয়া চিকিৎসকেরা গাছেরও খাইবেন আবার তলারও কুড়াইবেন--ইহা কতখানি মানবিক ? সেবার শপথ লইয়া যাহারা কর্ম জীবনে আসেন তাহাদের মানসিকতায় অর্থগৃধ্নুতার মত এত্তা জঞ্জাল শুধু নিন্দনীয় নয়, অবাঞ্ছিত।

অথঃ "শাস্‌উড়ি-বোমা" কথা

অনুপ ঘোষাল

লোকে বলে আদায়-কাঁচকলায় বা সাপে-নেউলে। তার চেয়েও সাংঘাতিক সম্পর্ক সংসারে শাশুড়ী-বৌমায়। আগে সতীনে সতীনে চুলোচুলির ব্যাপার ছিল। এখন এক বৌয়েই নাভিশ্বাস, ঘরে বৌয়ের সতীন ঢোকাবার মত বুকের পাটা কোন্ বীর-পুঙ্গবের আছে শুনি ! কিন্তু বৌ যেমন থাকবে পৃথিবীতে, স্বামীটা তো আকাশ থেকে পড়েনি তাই তার একটা মা-ও থাকার কথা। অতএব শাশুড়ি-বৌমার লড়াই সংসারে ছিল, আছে এবং থাকবে।

পাত্রের সন্ধান নিয়ে এসে ঘটক মেয়ের মাকে বললে, 'মা জননী আপনার মেয়ের কপাল ভাল। আমাদের পাত্রটির মা চোখ বুজেছেন ক'মাস আগে। শাশুড়ি নিয়ে ঘর করতে হবে না, ঝাড়াঝাপটা সংসার।' মা হেসে বললেন, 'সে খবর আগেই নিয়েচি। ছেলের মা আছে শুনলে তোমাকে ঢুকতেই দিতুম না। আমার বড় দুই মেয়েও ভাগ্যবতী, শাশুড়ির ঝামেলা নেই।' ঘটক রসিক, সে বললে, 'মাগো, আপনার ব্যাটা খুঁটোয় বুড়োবে। কবে চোখ বুজবেন, তারপর বিয়ে !' মা জননী আর জবাব দিতে পারলেন না।

লড়াই একটা মানুষকে নিয়ে। লোকটা কার ! মা বলেন, 'পেটে ধরে খাইয়ে পরিয়ে বড় করেছি, আর দুদিনের ছুঁড়িটা এসে বলে কি না, এ আমার ? মামদোবাজি !' বৌমা শাশুড়িকে বলেন, 'পতি আমার পরম ধন। বিয়ে যখন করেছি, এ আমার। শাস্তর দেখুন। বিয়ে যখন একবার ভুল করে দিয়ে ফেলেছেন, ঘরে গিয়ে কাঁথা মুড়ে স্রেফ শুয়ে থাকুন। এ মাল এখন আমার হুকুমে উঠবে, আমার হুকুমে বসবে। কোন ট্যারাক-ফু চলবে না !' আর সেই বেচারাটির একবার এর হুকুম আর একবার এর হুকুম আর একবার ওঁর হুকুমের মধ্যে পেণ্ডুলামের মত দুলতে দুলতে ঘাড় লটকে যাবে। (৩ পাতায়)

বুদ্ধিজীবীদের জাত

সাধন দাস

কবি সাহিত্যিক নাট্যকার অভিনেতা বা সঙ্গীতশিল্পীরা রাজনৈতিক সংকটে বিবেকের ভূমিকায় থাকবেন, না কি কোন একটি কোন পক্ষ অবলম্বন করবেন, এই নিয়ে বিতর্ক চলছে। এবারে নির্বাচনে দেখলাম, প্রায় সমস্ত সৃষ্টিশীল মানুষেরাই শাসকদল ও বিরোধীদল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন।

প্রতিটি মানুষেরই, তা তিনি যত বড়ই শিল্পী হোন, একটি সামাজিক সত্তা থাকে। এই পর্যায়ে তিনি আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের থেকে স্বতন্ত্র কিছু নন। এই পর্যায়ে থাকে ছোটখাট স্বার্থ, প্রত্যাশা আর প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির অভিঘাত। আর শুনতে খারাপ লাগলেও একথা সত্যি যে মূলতঃ এই স্তর থেকেই গড়ে ওঠে মানুষের রাজনৈতিক সত্তা। অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ তো হতেই পারে, আমাদের দুর্ভাগ্য --শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরাও এর ব্যতিক্রম নন। যেমন একজন গ্রামের গরীব মানুষের রাজনৈতিক সত্তা তৈরি হয় দু'কেজি চাল, দু'খানা কম্বল, ব্যক্তিগত বিবাদের জেরে তৈরি পাড়া-পর্যায়ের টানাপোড়েনে। টুজি স্পেকট্রাম, কমনওয়েলথ দুর্নীতি, পরমাণুর-চুক্তির মত জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কাছে কোনও প্রভাব ফেলতে পারে না।

শিল্পী সাহিত্যিকদের সামাজিক জীবনেও থাকে তেমনি কিছু পাওয়া-না পাওয়ার সন্তুষ্টি-সংক্ষোভ। সরকারি খেতাব, খাতির, প্রচার, অর্থানুকূল্য, পুরস্কার, তিরস্কার, উদাসীন্য--এসব নিয়েই শিল্পীর সামাজিক সত্তা। আর এই সামাজিক সত্তাই কখন অজান্তে গড়ে দেয় তার রাজনৈতিক সত্তাকে। আমরা সবাই চাই প্রচার আর স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতির পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে আমাদের সামাজিক তথা রাজনৈতিক সত্তা প্রথমে আহত পরে প্রতিবাদী হয়, আবার এর বিপরীত বিষয়ও ঘটে। ফলে যে উচ্চতা থেকে তাঁর সমকালকে দেখা উচিত ছিল (যেখান থেকে তাঁর শিল্প সৃষ্টি হয়), সেখান থেকে তিনি চলমান জীবনকে দেখতে চান না (বা পারেন না) বলেই তাঁরা শেষ পর্যন্ত মহান শিল্পী বা সাহিত্যিক হয়েও 'একচক্ষু হরিণ' হয়ে যান।

এর ফলে ক্ষতি হয় আমাদের মত সাধারণ মানুষের তথা সমগ্র দেশের ও সমাজের--যাঁরা রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতালোভী প্রচারের উচ্চকিত ঢক্কানিনাদে বিভ্রান্ত হয়ে 'সত্যের মুখ' হাতড়ে বেড়াই। শিল্পীরা যেহেতু তাৎক্ষণিকতার উর্ধ্বে উঠে 'আবহমানের বাণী' শোনান আমাদের, আমরা তাই দুর্দিনে দুঃসময়ে তাঁদের কথা শোনার জন্য উৎকর্ণ থাকি। কিন্তু যখন তাঁদের মুখে দেখি আমাদেরই মুখের প্রতিবিম্ব বা প্রতিধ্বনি, তখন আহত হই। আবার কখনও কখনও মহান শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের 'স্বদলভুক্ত' দেখে আমদের রাজনৈতিক সত্তা পরম পরিতৃপ্তি বোধ করে, আমাদের রাজনৈতিক অবস্থানকে আরও মজবুত করি। ভুল সংশোধনের আর (৩ পাতায়)

পশ্চিমবাংলার প্রথম বইমেলা জঙ্গিপুরের গ্রন্থমেলা

আনন্দগোপাল বিশ্বাস

(পুর্বে প্রকাশিতের পর) দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষের ঢল নেমেছিল গ্রন্থমেলায়। কবিগান, নাটক সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গ্রন্থমেলাকে করে তুলেছিল আকর্ষণীয়।

এখন কথা হল এই মেলাকে পশ্চিমবাংলার প্রথম বইমেলা হিসাবে গণ্য করতে হবে ! কিন্তু এ দায়িত্ব বা কর্তব্য কে বা কারা নেবে ? কেউ কেউ হয়ত বলবেন বা বলতেই পারেন জঙ্গিপুরে ১৯৬৩ সালে গ্রন্থমেলা বা বইমেলা হয়েছিল আমরা তো জানি, কাজেই এ নিয়ে আর মাতামাতি করে কি হবে ? কিন্তু কথা হল আমরা জানি–এই আমরা ক'জন, আর কতদিন বেঁচে থাকব ! বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই এ ব্যাপারটাই জানে না যে ১৯৬৩ সালে এবং তা পশ্চিম বাংলার প্রথম বইমেলা ! বর্তমান প্রজন্মের উত্তরসূরীরা তো আরও অন্ধকারে থাকবে ! এর একটা রেকর্ড না করতে পারলে সবই তো ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে যাবে !

পরিচিতি একটা দরকার। এই কদিন আগে ভারতের একজন প্রভাবশালী নেতা একজন ছেলেকে ডি.এন.এ টেস্টের পরে নিজের বলে মেনে নিতে বাধ্য হলেন। ছেলেটির দাবী ছিল কোন সম্পত্তি, ধন রত্ন আমার চাই না, চাই শুধু পিতৃ পরিচয়। ছেলেটি পেয়েছে তার পিতৃপরিচয়, প্রৌঢ় বয়সে অভাগিনি মার মাথায় উঠেছে সিঁন্দুর। কি আনন্দ !

গিনেস বুক বলে একটা ব্যাপার আছে না ! অনেকেই অনেক অসম্ভব কিছু করেন এবং তা প্রথম কেউ করলে তা 'রেকর্ড' করা হয়। সেই 'রেকর্ড ' থেকেই আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। 'রেকর্ড' না করলে কে বিশ্বাস করবে সে কথা ! অতএব আমার মনে হয় জঙ্গিপুর গ্রন্থমেলা পশ্চিম বাংলার প্রথম বইমেলা হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করা উচিৎ। এব্যাপারে জঙ্গিপুর রঘুনাথগঞ্জের বর্তমান প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে। এবং যেহেতু এই বিষয়টা মুর্শিদাবাদ জেলারও একটা গর্বের বিষয়, তাই মুর্শিদাবাদ জেলার চিন্তাবিদ এবং সর্বদলীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাহায্য নিতে হবে ! প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, সচেষ্ট হ'তে হবে প্রায় হারিয়ে যাওয়া, বিস্মৃতির অন্ধকারে ঢেকে যাওয়ার আগে মুর্শিদাবাদ জেলার গর্বের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে আলোকজ্জ্বল ছটায় নিয়ে আসতে ! রেকর্ড করাবার দায়িত্ব নিতে হবে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলার চিন্তাবিদ এবং রাজনীতিবিদদের। তারজন্য এগিয়ে যেতে হবে বর্তমান প্রজন্মকে। সফলতা আসবেই–মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর গ্রন্থমেলাই পশ্চিমবাংলার প্রথম বইমেলা–যা হয়েছিল ১৯৬৩ সালে ! (শেষ)

অথঃ শাশুড়ি বৌমা ..... (২ম পাতার পর)

শুধু মানুষটা নয়, লড়াই সংসারটা নিয়েও। বৌ ফুলশয্যের পরদিন সকালে বিছানা ছেড়ে উঠে এসে শাশুড়ির পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, 'আমার সংসারের চাবি বুঝিয়ে দিন।' শাশুড়ি বৌমার থুতনি টিপে দিয়ে জবাব দিলেন, 'সুখের মুগের ডাল রে, আমার সংসারের চাবি আমি ওঁর হাতে দেব ? নবাবনন্দিনী এলেন রে, ফোট্।'

ব্যস, হুইসিল পড়ে গেল, ড্রপসিন উঠে গেল। ননদ দেওররা ভ্যাম্পর ভ্যাম্পর বাজনা বাজিয়ে দিল। শুরু হয়ে গেল 'সংসারটা কার' নামক শাশ্বত নাটক। পুত্র ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চেঁচাতে লাগল––'পর্দা নামাও, পর্দা নামাও !' কে কার কথা শোনে ! শ্মশান অংক পর্যন্ত ডায়ালগ ঝেড়ে আওড়ে দেবে কুশীলবরা। অগত্যা বুড়োর গলা ধরে ঝুলে ছেলে কাঁদতে কাঁদতে ,বলে, 'এটা জেনেও বে দিলে ক্যানে বাপ ?

দিতে হয়। বুদ্ধিমতী মায়েরা দেব না দেব না করেও ছেলের বিয়ে দিতে বাধ্য হন। এবং বাধ্য হয়েই ডেকে আনেন বৌ নামক বিপত্তি। শাশুড়ি বলেন, 'বৌমার ঔ-কারের মাথা থেকে ঘোমটা তো খসে গেছে আজকাল। ঔ-কার থেকে ও-কার। বৌমা নয় বোমা। কোন কথার আঁচ পলতেয় লেগেছে কি দুমদাম ! যত দজ্জাল ছিল আগেকার শাশুড়িরা, তত খান্ডার আজকের বৌগুলো। আমাদের শাশুড়িগুলো পটাপট মরে ফের জ্বালাবার জন্য ফটাফট বৌ হয়ে জন্মাচ্ছে এ যুগে।

বৌরা বলে, 'আর বলবেন না শাশুড়িগুলোর কথা। দেখলেই শাস্ উড়ে যায়। শাস উড়ি যায়, তাই শাস্ উড়ি। পা ফেল্লে দোষ, হাঁচলে দোষ, কাশলে দোষ। আস্তে হাঁটলে বলে––আহা ননীর পুতুল, গতর নড়াতে পারেন না ! জোরে চললে বলে––মর্দানি দেখলে গা জ্বলে যায়। ছেলে বৌকে নিয়ে সিনেমা যেতে চাইলে মুখ কালো হয়ে যায়, কিন্তু জামাই যখন বিকেলে মেয়েকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরোয় গর্বে বুক দশ হাত।'

কী নিয়ে ঝগড়া ? কী নিয়ে নয় ? শাশুড়ি বলছেন, 'কেমন নির্লজ্জ দেখেচ ! ঘোমটা তো দিলিই না কোনদিন, এখন আবার ভাসুর শ্বশুরের সামনে ম্যাক্সি পরে ঘুরছেন।' বউ জবাব দেয়, 'আপনার শাশুড়িও তো সেমিজ পরতে বলেছিলেন। নির্লজ্জের মত ব্লাউজ পরে আছেন কী করে ? যুগের হাওয়া মানেন না ?

শাশুড়ি : খুব মানি। যুগ তো ফের পাল্টাবে মা, তোমার ছেলের বৌ হাফপ্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে বারান্দায় বৈঠক মারবে। তখন মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে পারবে তো ?'

বৌ : ন্যাংটো হয়ে নাচুক গে, আমার কি !

শাশুড়ি : কী কথার ছিরি ! যতই ভগবানকে ডাক, এখনই চোখ বুজছি না। সব দেখে যাব। .....

বিয়ে করা মানে চুরির দায়ে ধরা পড়া। বুড়ি মার জন্য একটু ফলমিষ্টি কিনে আনলে বৌ ফোঁস করে উঠবে, 'আদিখ্যেতা দেখে বাঁচিনে।' বৌয়ের জন্য একটা শাড়ি হাতে চোরের মত ঘরে ঢুকবার আগে ধরা পড়লে ছেলের মা বলবেন, 'আদর দিয়ে মাথায় তুলে সংসারের সর্বনাশ করলে ছোঁড়া।' আর উঠতে বসতে বৌকে ধমক দিলে মায়ের কান এঁটো করা হাসি, 'এই না হলে বাপের ব্যাটা !'

বৌ-শাশুড়ি একসাথে ঠোঁটে হাসি এঁকে বেড়াতে চলেছেন। লোকে দেখে বলছে, বাহ। গলাগলি যতই হোক, তেল আর জল। মিশবে না কিছুতেই। একজন চোখের আড়াল হতেই অপরজন সম্পর্কে

(শেষ পাতায়)

মাধব দত্তের সভা

শীলভদ্র সান্যাল

মদ্য নিবারণী সভায় বললে মাধব দত্ত,
হায়রে গোটা দেশটা দেখি রসাতলে যাচ্ছে !
বাংলা-বোতল গলায় ঢেলে হচ্ছে সবাই মত্ত
গা ঘিন্ ঘিন্ করে, লোকে কী ছাই পাঁস খাচ্ছে !
সবাই রাজার এই দুনিয়ায় কে কার কথা শুনছে
বুঝছে না তো ইহকালটা করছে কেবল নষ্ট
লিভার পচে ঘাটে যাবার দিনগুলো সব গুণছে
এ-সব দেখে বুকের ভেতর বড়্ড যে হয় কষ্ট !
প্রতিদিনই দেখছি মদের ঠেক গজিয়ে উঠছে
হায় ! সরকার তেমনি দেদার লাইসেন্সটা দিচ্ছে
চেঙ্রাগুলো পর্যন্ত মদের দোকান ছুটছে
শুল্ক বিভাগ মোটারকম শুল্ক বুঝে নিচ্ছে।
ঘরে ঘরে মা-বোনেদের জল ভরে সব চক্ষে
কথায়-কথায় পাচ্ছে তারা কী যে বিষম দন্ত
তাই তো বলি, ভাইসব ! আজ আসুন সভার পক্ষে
রুখে দাঁড়াই, যারা দেশের ভাঙছে মেরুদণ্ড !
আসুন সবাই বুঝ্দার লোক, সব বুঝিয়ে বলি
মাল খেয়োনা ! মা-লক্ষ্মীদের আর পেরোনা গালি
চোলাই খেয়ে নষ্ট কেন করছ পাকস্থলি !'
এ-সব শুনে সভায় তুমুল পড়ল যে হাততালি।
বললে পটা আস্তে, এটা কেমন হল দাদা !
নিজেই তো মাল খাও রেগুলার। কইতে বাধে ! রাম !
মাধব বলে, বুদ্ধি মোটা ! ওরে হারা মজাদা !
আমি কিন্তু চোলাই খাই না। খাই যে দামী রাম।।'

বুদ্ধিজীবীদের..... (২ ম পাতার পর)

কোন সুযোগই থাকে না। কেন না, আপামর জনগণ––আমরা যেন ধরেই নিই––শিল্পী-সাহিত্যিকরাই আমাদের রাজনৈতিক অবস্থান যাচাইয়ের নির্ভুল মানদণ্ড। এতখানি অধিকার ও ক্ষমতা আমরা যাঁদের উপর ন্যস্ত করেছি, তাঁরা নিজেদের তার উপযুক্ত করে তুলুন। আপনারা 'দলের কথা' নয়, স্ব স্ব শিল্পক্ষেত্রে চিৎকার করে 'মানুষের কথা' বলুন।

মাননীয় গুণীজন, আপনারা আপনাদের সামাজিক সত্তা থেকে আরেকটু উপরে উঠুন না, যেখানে আপনাদের 'গোপন বিজন' শিল্পী সত্তা ঘুমিয়ে আছে। এই সংকটে 'সমস্বরে' সেখান থেকে কিছু বলুন––আমরা তাকেই শিরোধার্য করব।

নশো ছাত্রছাত্রী ..... (১ম পাতার পর)

কোন আসন বাড়েনি। এই পরিস্থিতিতে অনার্সে ব্যর্থ হয়ে প্রায় নশো ছাত্রছাত্রী পাশকোর্সে ভর্তি হতে গেলে সময় উর্ত্তীণের দোহাই দিয়ে তাদের ভর্তি করা হয়নি বলে এস.এফ.আই. ছাত্র সংগঠন অভিযোগ করে। তারা কলেজ কর্তৃপক্ষকে ডেপুটেশন দিয়ে জানায়, ২০০৮ থেকে অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি চালু থাকলে এবার কেন তার ব্যতিক্রম হবে। টিএমসি ছাত্র সংগঠনও ভর্তির দাবীতে ১ সেপ্টেম্বর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অসীম মন্ডলকে বেশ কিছু সময় ঘেরাও করে রাখে। কলেজ কর্তৃপক্ষের কথা--গত বছর অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন পেতে রীতিমত অশান্তি পোহাতে হয়। প্রচুর টাকা গুণাগারও দিতে হয় কলেকে। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়-কলেজের এই সব সমস্যা নিয়ে গভঃ বডি তিন তিনবার মিটিং ডেকেও তা বানচাল হয়ে যায়। এদিকে চতুর্থ শ্রেণীর ক্যাজুয়াল কর্মীদের বাতিল করে দেবার কথা শোনা গেলেও তারা নিয়মিত বেতন পেয়ে যাচ্ছেন বলে খবর।

শহরের মৃত্যু .....(১ম পাতার পর)

মঙ্গলবার রাতে এ.সি.এম.ও.এইচ-এর ড্রাইভার কেশব দাস (৪৬) গলায় ফাঁস লাগিয়ে তার কোয়ার্টারে মারা যান। কেশব নিয়মিত মদপান করতেন। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকত। ঘটনার দিনও নাকি রীতিমত ঝগড়া হয়। কেশবের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ থানায় ডেকে পাঠায় বলে খবর।

সবারে করি আহ্বান

গঙ্গাবক্ষে ৭১তম ৮১ কিমি. সন্তরণ প্রতিযোগিতা ৭ সেপ্টেম্বর '১৪ ভোর ৫টায় আহিরণ ব্যারেজ ঘাট থেকে শুরু। ৬ সেপ্টেম্বর '১৪ সন্ধ্যে ৬.৩০ টায় সাঁতারুদের সম্বর্ধনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

স্থান : রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
দাদাঠাকুর মঞ্চ

কনভেনার- প্রদীপ নন্দী

একসিকিউটিভ কমিটির সদস্য -

বিকাশ নন্দ, বিনয় সরকার, সুদীপ রায়, মহঃ সারফুল আলম খান, সমীর পণ্ডিত, হাসানুজ্জামান বাপ্পা

চেয়ারম্যানকে ঘেরাও করে রাখলেন কংগ্রেস কাউন্সিলাররা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার ১৪নং ওয়ার্ডে একটি কমিউনিটি ল্যাট্রিন এর দাবী অনেক দিনের। শৌচাগারের অভাবে বর্তমানে মেয়েদের অকল্পনীয় অসুবিধা। আগে ভাগারের আশপাশে ঐ সব মহিলারা মলত্যাগ করতেন। বর্তমানে এলাকার বিক্রেতাদের পাথর বালি মজুত থাকায় ওখানে মলত্যাগের কোন পরিবেশ নেই। অথচ ঐ ওয়ার্ডের জন্য ৯০ সাল থেকে একটা কমিউনিটি ল্যাট্রিন মঞ্জুর হয়ে আছে। ২৯ আগষ্ট কাউন্সিলারদের সভা শুরুর আগে সিপিএম বোর্ডের নগ্ন পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদে ঐ ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিকাশ নন্দ সভাকক্ষের দরজার মুখে শুয়ে পড়ে এর প্রতিবাদ জানান। বিকাশের সঙ্গে কংগ্রেসের বাকী ৬ জন কাউন্সিলারও সামিল হন। পুজোর পরে ল্যাট্রিন তৈরীর প্রতিশ্রুতি দেন পুরপতি বলে খবর।

অথঃ শাশুড়ি বৌমা ..... (৩ পাতার পর)

কিস্‌সা শুরু হয়ে যাবে। 'আর বলো কেন ভাই, আমার বৌটা কিংবা শাশুড়িটা ...' ইত্যাদি। তিনটে বৌ এক আড্ডায় তিন শাশুড়িকে কচলাবে, আর তিন শাশুড়ি মুখোমুখি হলে বৌমাদের চটকাবে।

শাশুড়িরা কিছুতেই মনে রাখেন না, তাঁরাও একদিন বৌ ছিলেন। আর বৌমারাও ভাবেন না, কটাদিন পরেই তো সব আস্ফালন শেষ, ওঁরাও হবেন শাশুড়ি। তখন সোমা নামক বোমা এসে বলবে, 'আর কেন ? দিন মা, সংসারের চাবিটা ফেলে দিন।' তখন বোমার ভয়ে বোবা হয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়া। এই ধারা চলছে, চলবে।

আফিডেবিট

আমি নাসিমা বিশ্বাস, পিতা আলাউদ্দিন আহমেদ, দরবেশপাড়া, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ। আমার পরিচয়ে সর্বত্র নাসিমা বিশ্বাস থাকলেও বার্থ সার্টিফিকেটে নাসিমা আখতারা উল্লেখ আছে। আমি নাসিমা বিশ্বাস প্রমাণে জঙ্গিপুর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে আফিডেবিট করলাম।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।